দারসে কুরআন সিরিজ-২৪

নামাজের মৌলিক শিক্ষা

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

দারসে কুরআন সিরিজ– ২৪

নামাজের মৌলিক শিক্ষা

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল: ০১৭১১-৯৬৬২২৯, ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দারসে কুরআন সিরিজ –২৪

নামাজের মৌলিক শিক্ষা

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

www.pathagar.com

নামাজের মৌলিক শিক্ষা

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

প্রকাশক: **খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির**
খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল: ০১৭১১-৯৬৬২২৯

প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী– ১৯৯৩ ইং
পঁচিশতম প্রকাশ, জুন– ২০১৪ ইং

গ্রন্থস্বত্ব: প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ: আনোয়ার হোসেন খান

মুদ্রণ: আল-আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬, শিশির দাস লেন, ঢাকা

মূল্য: **৩০/- (ত্রিশ টাকা মাত্র)**

www.pathagar.com

দুটি কথা

নামাজ এমন একটি এবাদত যা প্রত্যহ পাঁচবার আদায় করতে হয়। এ ছাড়া আর যে সব এবাদত আছে তা প্রত্যহিক নয়, যদিও তার গুরুত্ব আমি কম করে দেখিনা। প্রকৃত পক্ষে নামাজেরই গুরুত্ব সর্বাধিক।

নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে হাদীসে এসেছে "নামাজ ইসলামের খুঁটি স্বরূপ। যে ব্যক্তি নামাজ কায়েম করল সে দ্বীন ইসলাম কায়েম করল। আর যে নামাজ তরক করল সে দ্বীন ইসলামের খুঁটি ভেঙ্গে ফেললো। — আল–হাদীস

অন্য এক হাদিসে আছে "যে ব্যক্তি স্বজ্ঞানে ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ তরক করল সে অবশ্যই কুফরী করল। — আল-হাদীস

এই নামাজের জন্য এত তাকিদ যে, কোন লোক সমুদ্র বা নদী পথে চলতে চলতে যদি জাহাজ বা নৌকা ডুবে যায়, এমন অবস্থায়ও সে যদি বোঝে যে নামাজের ওয়াক্ত চলে যাচ্ছে তাহলে সে সাতঁরাতে সাতঁরাতে ফরজ নামাজের নিয়্যত করে সাতঁরাবে আর নামাজের কথা গুলি মুখে উচ্ছারণ করবে। এরপর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যতটুকু সম্ভব নামাজের কথাগুলো পড়বে এ অবস্থায় সে যদি মরে যায় তবে তাকে ঐ নামাজের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করা হবে না। এমনকি নিয়ত করতে করতে যদি মৃত্যু হয় তবুও সে পরকালে ঐ নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে না। এছাড়া নামাজ তরকের ব্যাপারে প্রত্যেককে প্রশ্নের এবং শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। আশা করি আমরা এই ছোট্ট কটি কথা থেকে নামাজের গুরুত্ব অনুভব করতে পারব।

— গ্রন্থকার

www.pathagar.com

দারসে কুরআন সিরিজ তাদের জন্য

❋ যারা কুরআনী জ্ঞান লাভ করতে চান?

❋ যারা তাফসীর পড়ার বা শুনার সময় পাননা অথচ কুরআন বুঝতে চান?

❋ যারা বড় বড় গ্রন্থ পড়তে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেন

❋ যারা খতিব, মুবাল্লিগ ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপনে আগ্রহী

এই সিরিজের বৈশিষ্ট্য

❋ ছোট ছোট আকারে সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা

❋ সরল অনুবাদ ও শব্দে শব্দে অর্থ

❋ সহজবোধ্য ভাষায় আকর্ষণীয় যুক্তি

❋ নামমাত্র মূল্যে অধিক পরিবেশন

এ প্রয়াসের লক্ষ্য

❋ দেশব্যাপী কুরআনী জ্ঞানের বিস্তার ঘটান

❋ লক্ষ কোটি ঘুমন্ত শার্দুলদের আরেকবার জাগিয়ে তোলা।

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَاَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ۔
اَتَامُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ
اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا
عَلَى الْخَاشِعِيْنَ۔ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ايـة

অনুবাদ ঃ এবং নামায কায়েম কর ও যাকাত দাও, আর রুকূ কারীদের সঙ্গে রুকূ কর। তোমরা কি লোকদের ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং নিজেদের বেলায় তা ভুলে যাবে? অথচ তোমরা কিতাব তেলাওয়াত কর। তোমাদের কি জ্ঞান- বুদ্ধি কিছুই নেই। তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট নামায ও ছবর সহকারে সাহায্য চাও। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে তাদের ছাড়া অন্যদের জন্য তা খুবই কঠিন কাজ।

শব্দার্থ ঃ اَقِيْمُوا কায়েম কর বা প্রতিষ্ঠিত কর। اَلصَّلَاةَ নামায (নামায ফারসি শব্দ, এখানে ফারসি শব্দ ব্যবহার না করে আরবী সালাত কথাটাই চালু করা উচিত।) وَاٰتُوا এবং দাও। اَلزَّكٰوةَ যাকাত। এর মূল ভাবার্থ হলো মালকে পবিত্র করার জন্য আল্লাহ্ পাক উপার্জ্জিত অর্থের মধ্যে অন্যের যে পাওনা নির্ধারিত করে দিয়েছেন তা নিজের মালের ভিতর থেকে বের করে যার পাওনা তাকে দিয়ে তোমরা রুকূ কর مَعَ সঙ্গে اَلرّٰكِعِيْنَ রুকূকারীদের। কি تَاْمُرُوْنَ তোমরা হুকুম করবে اَلنَّاسَ লোকদেরকে

www.pathagar.com

بِالْبِرِّ ভালকাজের وَتَنْسَوْنَ এবং তোমরা ভুলে থাক বা ভুলে যাও। اَنْفُسَكُمْ তোমাদের নিজেদের বেলায়। وَاَنْتُمْ এবং তোমরা, পক্ষান্তরে তোমরা, অথচ তোমরা تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ কিতাব (কুরআন) তিলাওয়াত কর বা বুঝে পড়। اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ তোমদের কি জ্ঞান বুদ্ধি কিছুই নাই। وَاسْتَعِيْنُوْا এবং তোমরা চাও। بِالصَّبْرِ ছবর সহকারে وَالصَّلٰوةِ এবং নামায (সহকারে) এবং অবশ্যই তা لَكَبِيْرَةٌ খুবই কঠিন। اِلَّا ব্যতীত عَلَى الْخَاشِعِيْنَ (আল্লাহ) ভীরুদের জন্য।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

এখানে আল্লাহ নামাজ কায়েম করতে বলেছেন যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরে আসছে। আর জাকাত যা গরীবের পাওনা তা তাদেরকে দিয়ে সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার হুকুম দিয়েছেন। মানুষ যদি সত্যিকার অর্থে জাকাত দিত, তাহলে আজ পৃথিবীতে এমন একটি লোকও পাওয়া যেত না–যে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দারে দারে ঘুরবে। এবং কেউ গৃহহারা বা সর্বহারাও থাকত না। প্রত্যেকেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারত।

এরপর বলা হয়েছে ধৈর্য্য ও নামাজ সহকারে আল্লাহর কাছে কিছু চাইতে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়েছে যে, ধৈর্য্য এবং নামাজ খোদাভীরু ছাড়া অন্যদের জন্যে খুবই কঠিন কাজ।

বাস্তবেও দেখা যায়, যে ব্যক্তি নামাজ পড়েনা তাকে যদি বলি ১০ মাইল দূরের কোন স্থান থেকে আমাকে ঐ জিনিষটা এনে দাও তবে তা সে সহজেই পারবে। কিন্তু যদি বলি যে, চল ১০০ হাত বা ৫০ হাত দূরে অবস্থিত মসজিদ থেকে নামাজ পড়ে আসি তাহলে তার কাছে মনে হবে যেন আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ার মত একটা কঠিন কাজ করতে বলা হলো। যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের বাস্তব অবস্থা এইরূপই।

www.pathagar.com

নামাজ কায়েম বলতে কি বুঝায়

নামাজ কায়েম করার অর্থ হলো নামাজকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। প্রতিষ্ঠিত করার অর্থ বুঝানোর জন্য একটা উদাহরণ দিচ্ছি। সমাজের সবাই যে কাজ করে ঐ কাজকে সমাজের একটা প্রতিষ্ঠিত কাজ বলা চলে। বা বলা চলে যে, ঐ কাজটা সমাজে প্রতিষ্ঠিত আছে। যেমন–ধরুন আমাদের বর্তমান সমাজের সবাই কাপড় পরে তাই বলা চলে কাপড় পরা আমাদের এ সমাজে কায়েম আছে। ফলে আমাদের এ সমাজে কেউ উলঙ্গ থাকে না। এমনকি এই সমাজের একটা বাচ্চাও উলঙ্গ থাকতে রাজি হবে না। কারণ, আমাদের সমাজে কাপড় পরা কায়েম আছে তাই কেউ উলঙ্গ থাকে না। বাচ্চারাও এটাকে অর্থাৎ উলঙ্গ থাকাটাকে সমাজ বিরোধী কাজ বলে মনে করে।

ঠিক তদ্রুপ যদি আমাদের মুসলিম সমাজে নামাজ কায়েম থাকত তাহলে কোন একজন মুসলমানকেও বেনামাজী পাওয়া যেতে না। যেমন কোন একটি লোককেও উলঙ্গ অবস্থায় পাওয়া যায় না।

আমাদের এ সমাজের কোন একজন উলঙ্গ লোক যদি কোন সভামঞ্চে গিয়ে বলে যে, আমাকে একটু বক্তৃতা করতে দিন; তবে যে কেউ তাকে দূরদূর করে তাড়িয়ে দেবে। আর যদি কোন উলঙ্গ লোক কোন নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে ভোট পাওয়ার জন্য বাড়ী বাড়ী ঘুরত তবে প্রত্যেকেই তাকে লাঠি নিয়ে তাড়াত। সে ব্যক্তি তার নিজের স্ত্রীর ভোটটাও পেত না; তার ছেলে মেয়েরাও তাকে একটা ভোট দিত না। কারণ, আমাদের এ সমাজে যেহেতু কাপড় পরা কায়েম আছে তাই উলঙ্গ লোককে এরূপ ঘৃণা করে। তাকে বদ্ধ পাগল ছাড়া আর কিছুই বলতো না। এবং মিটিং সিটিং এর ধারে কাছেও তাকে যেতে দিত না; ঠিক তেমনই এ সমাজে নামাজ কায়েম থাকলে বেনামাজীদের অবস্থা উলঙ্গ লোকদের চাইতেও ঘৃণিত কাজ বলে মনে করা হত। কারণ মাসলার দিক দিয়ে উলঙ্গ লোক আর বেনামাজী লোক একই পর্যায়ভুক্ত। কারণ যে উলঙ্গ হয় সেও যেমন আল্লাহর হুকুম তরক করে, ঠিক তেমনই যে বেনামাজী সেও আল্লাহর হুকুম তরক করে। আল-কুরআনের দৃষ্টিতে উলঙ্গ ব্যক্তিকে এবং বেনামাজী ব্যক্তিকে একই প্রকার ঘৃণা করে।

www.pathagar.com

বরং কাপড় পরার হুকুম আল কুরআনে যতবার এসেছে তার চাইতেও অনেক বেশী বার এসেছে নামাজের হুকুম।

প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, সমাজে নামাজ কায়েম থাকলে কোন বেনামাজিও ঘর থেকে বেরুতে পারত না। এবং বেনামাজী সমাজের একটি লোকেরও ভোট পেত না। কোন বেনামাজী সমাজের উপর নেতৃত্ব ও কতৃত্ব করতে পারত না। শুধু তাই নয় বরং একজন বেনামাজীর বড় কোন চাকুরী পাওয়াতো দূরের কথা, একটা ঝাড়ুদারের চাকুরীও সে পেত না।

কিন্তু বর্তমান সমাজে যেহেতু নামাজ কায়েম নেই তাই মনে করা হয়, প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী, সচিব, বিভাগীয় প্রধান বা যে কোন চাকুরীর জন্যেই এখন আর নামাজী হওয়ার দরকার পড়ে না। এবং কোন চাকুরীর ইনটারভিউ দিতে হলে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় না যে, সে নামাজী কি না। এর থেকে স্পষ্ট বুঝা গেলো নামাজের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুমই আমরা বুঝতে সক্ষম হইনি। কাজেই সমাজের লোক নামাজ পড়ে, কিন্তু কায়েম করার কাজ করে না; এবং তা বোঝেও না। তাই সর্বত্র বেনামাজী দেখা যায় এবং বড় বড় দায়িত্ব পূর্ণ কাজেও তারা বহাল থাকতে পারে। আসলে কোন মুফতি সাহেবের নিকট যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে কোন মুসলমান উলঙ্গ হলে তার বেশী গোনাহ হয়, নাকি বেনামাজি হলে বেশী গোনাহ হয়? তাকে অবশ্যই ফতোয়া দিতে হবে যে, বেনামাজীর স্থান উলঙ্গ ব্যক্তির চাইতেও নীচে।

আরো প্রমাণ দিচ্ছি–যে সমাজে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর হুকুম মুতাবিক নামাজ কায়েম নেই সেখানে অপরাধ ও অশ্লীলতা বিরাজ করবে। যেমন আল্লাহ বলেছেন–

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ـ عَنْكَبُوْت

নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীলতা ও ঘৃণিত কাজ থেকে (লোকদেরকে) বিরত রাখে।

এখন দেখা দরকার আল্লাহর কথা তো কখনই ভুল হতে পারে না। তিনি যখন বলেছেন যে, নামাজ কায়েম করলে সমাজ থেকে বেহায়াপনা এবং ঘৃণিত বা অপরাধমূলক কাজ দূর করবে বা লোকদেরকে ঐসব কাজ

www.pathagar.com

থেকে বিরত রাখবে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সমাজে অশ্লীল, অন্যায় ও ঘৃণিত কাজ চালু আছে। তার থেকে আমরা বিরত থাকছি না। এর থেকে আমাদের বুঝতে হবে আসলেই আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক সমাজে নামাজ কায়েম নেই, সেই জন্যেই অশ্লীল ও ঘৃণিত কাজ সমাজে চালু আছে। এর থেকে এ-ও প্রমাণ হলো যে, সমাজে নামাজ কায়েম নেই। কিন্তু প্রশ্ন, আমরা নামাজের সময় তো দেখি নামাজীতে মসজিদ ভরে যায়। তবুও কেন সমাজে অশ্লীলতা বেহায়াপনা বাড়ছে। অর্থাৎ নামাজীও বাড়ছে সেই সঙ্গে অপরাধ প্রবণতাও বাড়ছে। এর কারণ কি?

প্রকৃতপক্ষে সূর্য উঠলে যেমন অন্ধকার দূর হয় তেমনি নামাজী বাড়লেও অন্যায় কাজ দূর হতে বাধ্য। আমরা এমন কখনই দেখিনা যে সূর্যও উপরে উঠছে আর অন্ধকারও বাড়ছে। এটা যেমন অসম্ভব ঠিক তেমনই নামাজী বাড়লে এবং সমাজে সত্যিকার অর্থে নামাজ কায়েম হলে অন্যায় অশ্লীল কাজ দূর হতে বাধ্য।

কিন্তু সমাজে আজ এ কি দেখছি। এমন কোন দিন বাদ যাচ্ছে না যেদিন চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি হাইজাক, ধর্ষণ, লিঙ্গ কর্তন, স্বামীর অন্ডকোষ কর্তন করে হত্যা, অন্যের (প্রেমিকের) যোগসাজসে স্বামীকে হত্যা ও প্রেমিকার যোগসাজসে স্ত্রীকে হত্যা ইত্যাদি ধরণের কাজ খবরের কাগজের পাতায় স্থান পায় না। কেন? এর কারণ কি? এর কারণ নানাবিধ। একেতো আমরা নামাজে যা পড়ি তা বুঝি না। অপরদিকে সবাইকে নামাজী বানাতে পারি নাই।

মোরদা নামাজ ও জিন্দা নামাজ

একটা মানুষ যখন মরে যায়, যখন রুহুটা তার দেহের মধ্যে থাকে না, তখন তার হাত-পা, চোখ-মুখ, নাক-কান সবই থাকে কিন্তু তার কোনটাই কাজ করে না। ঠিক তদ্রূপ নামাজের যদি রুহু না থাকে তবে সে নামাজ একটা মোরদা লোকের সমান বলেই আমি মনে করি। নামাজের রুহু তৈরী করতে হলে প্রয়োজন ঃ

(১) নামাজে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্কে কি বলছি তা নিজের মাতৃভাষায় বোঝা। আমরা ৫ বার নামাজে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র কাছে কিছু কাজ করব এবং কিছু

www.pathagar.com

কাজ করব না বলে অঙ্গিকার করি আর কিছু আল্লাহ্‌র নিকট চাই। কিন্তু তিক্ত হলেও সত্য যে, আমরা যত লোক নামাজ পড়ি তার কয়জনে বুঝি যে, আল্লাহ্‌র নিকট কি অঙ্গিকার করছি (নামাজের মধ্যে) এবং কি চাচ্ছি?

কেয়ামতের মাঠে আল্লাহ যখন জিজ্ঞাসা করবেন তোমরা প্রত্যহ নামাজের মধ্যে যেসব কাজ করার এবং না করার অঙ্গিকার করেছিলে তাকি বাস্তব জীবনে পালন করেছিলে? তখন কি বলে জবাব দিতে হবে, তখন কি এই কথা বলা ছাড়া আর কোন জবাব আছে যে, আল্লাহ! আমি কি করার এবং না করার অঙ্গিকার করেছিলাম তা বুঝি নাই। বুঝলে তা অবশ্যই পালন করতাম।

আর যখন আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন তোমরা নামাজের মধ্যে আমার নিকট কি চেয়েছিলে তা যদি তোমার বোধগম্য (মাতৃ) ভাষায় আমাকে বুঝিয়ে বলতে পার তাহলে আমি তা দেব। তখন কি মাতৃভাষায় বুঝিয়ে বলতে পারব যে, আল্লাহর নিকট নামাজের মাধ্যমে কি চেয়েছিলাম? তখনতো ঐ একই কথা বলতে হবে যে, আল্লাহ। কি যে চেয়েছিলাম তা তো বুঝি নাই। তখন যদি আল্লাহ বলেন যে, তুমি যা চেয়েছিলে তা যখন তুমি নিজেই বোঝনা তখন আর আমি কি দেব। তুমিতো দোয়া কুনুতে বলেছিলে ওয়ানাশকুরুকা ওয়ালা নাকফুরুকা–তখন তুমি তো 'লা' শব্দকে টেনে পড় নাই। যার জন্য তার অর্থ হয়েছে। "আল্লাহ" তোমার শুকরিয়া আদায় করি এবং অবশ্য অবশ্য তোমার কুফরী করি। আর কুফরীর শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম। কাজেই তোমার স্বীকারোক্তি মুতাবেক তোমাকে জাহান্নামেই যেতে হবে। তখন বলার কি আছে বলুন? প্রসঙ্গত বলছি 'লা' শব্দকে যদি না টেনে তাড়াতাড়ি করে পড়া হয় "ওয়া নাশকুরুকা ওয়ালা নাকফুরুকা" তবে তার অর্থ হয় তোমার শুকরিয়াও আদায় করি এবং অবশ্যই তোমার কুফরীও করি। আর যদি 'লা' শব্দকে টেনে পড়ি লা–অর্থাৎ লাম আলিফ যবর লা–এক আলিফ পরিমাণ সময় টেনে পড়ি তবে তার অর্থ হয় "আল্লাহ আমরা তোমার শুকরিয়া আদায় করি এবং আমরা তোমার কুফরী করিনা। অর্থাৎ কখনই তোমার অবাধ্য নাই। এই সামান্য একটা মাত্র উদাহরণ থেকেই বুঝতে পারি যে, বুঝে পড়ার এবং ঠিকমত সহীহ্ উচ্চারণের সঙ্গে নামাজের কথাগুলো উচ্চারণ করার গুরুত্ব কত বেশী।

www.pathagar.com

এসব না বুঝেই যদি নামাজ আদায় করি তবে আমার নামাজের ফরজিয়াত আদায় হলেও সে নামাজে রুহু পয়দা হয় না। এই জন্যেই এই ধরণের নামাজকে আমি মোরদা নামাজ বলি। একটি জিন্দা মানুষ শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে, চোর তাড়াতে পরে, পারে অনেক কিছুই। কিন্তু একটা মোরদা মানুষ কি পারে? কিছুই পরে না। রুহুটা বেরিয়ে গেলেও তার হাত-পা, চোখ-মুখ, নাক-কান সবই থাকে কিন্তু তার কোনটাই আর কাজ করতে পারেনা। ঠিক তেমনই আমাদের নামাজের রুহু না থাকার কারণে আমাদের নামাজ আমাদের সমাজ থেকে অন্যায় অপকর্ম দূর করতে পারছে না।

আমাদের এ নামাজ যদি রাসূল (সঃ) ও তাঁর সাহাবীদের ন্যায় জিন্দা নামাজ হত তাহলে সেই সমাজ থেকে যেমন অন্যায় অপকর্ম দূর হয়েছিল তেমনই আমাদের নামাজেও আমাদের এ সমাজ থেকে অন্যায় অপকর্ম দূর করতে পারত।

যদি আমরাও রাসূল (সঃ) ও তাঁর সাহাবীদের (রাঃ) ন্যায় নামাজী হতে পারতাম তাহলে আমাদের এ নামাজকে জিন্দা নামাজ বলা যেত এবং আমাদের নামাজেই আমাদের সমাজের অন্যায়-অশ্লীল ও যাবতীয় ঘৃণিত কাজগুলো দূর করত। এভাবে বুঝে সুঝে সহীশুদ্ধভাবে নামাজের হক আদায় করে নামাজ আদায় করলেই সে নামাজকে জিন্দা নামাজ বলা যায়।

নামাজের মধ্যে আমরা অঙ্গিকার করি, হে আল্লাহ! তোমার দ্বীনকে তোমার জমিনে প্রতিষ্ঠিত করবই। তাতে যদি জিহাদ করতে হয় তবে জিহাদ করব। যদি জান দিতে হয় তবে জান দেব। যদি হিজরত করতে হয় তবে হিজরত করব। কিন্তু জালেম শাসকের আল্লাহ্ বিরোধী কোন আইন-কানুন মেনে চলব না।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন, কোথায় আছে নামাজের মধ্যে এ অঙ্গিকার? আমি বলব, সূরা ফাতেহার পরে আমরা কুরআন পাক কিছু না কিছু পড়িই, যা পড়া আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছেন এবং একথাও বলে দেননি যে, নামাজে শুধু সূরা ফাতেহার পরে অমুক অমুক আয়াত ছাড়া অন্য কোন আয়াত পড়া যাবেনা এমন কোন হুকুম নেই। হুকুম আছে যে কোন জায়গা থেকেই আমি সূরা মিলাতে পারি। তাহলে বলুন, কুরআন পাকে জিহাদ, হিজরত, দ্বীন

www.pathagar.com

কায়েম করার অঙ্গিকারের কথা কি নেই? আপনাকে বলতে হবে–অবশ্যই আছে। তাহলে আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর কাছে কি অঙ্গিকার করি তাকি বুঝি এবং সেই বুঝ মুতাবিক কি কাজ করি? যদি করি তবে বলতে পারব আমাদের নামাজে রুহু আছে এবং আমাদের নামাজ জিন্দা নামাজ। এ নামাজের শক্তি আছে সমাজ থেকে যাবতীয় অন্যায়, অপকর্ম দূর করার। আর যদি আমাদের নামাজ রুহু ওয়ালা না করতে পারি তাহলে একদিকে নামাজীও বাড়বে অপরদিকে সমাজে অপকর্মও বাড়বে।

অর্থাৎ রুহুওয়ালা নামাজ না হলে আল্লাহ যে বলেছেন "নামাজ সমাজ থেকে বেহায়াপনা, অশ্লীল ও ঘৃণিত কাজ দূর করবে" আল্লাহ্‌র একথা মোরদা নামাজ দ্বারা কার্যকর হবে না, তা হতেও পারে না। এটাই যুক্তি ও এটাই বাস্তব। আশা করি এখন থেকে আমাদের নামাজকে রুহুওয়ালা নামাজ বানানোর চেষ্টা করব। অর্থাৎ জিন্দা নামাজ ও মোরদা নামাজ এটা ফেকার কোন পরিভাষা নয়, তবে অবস্থা অনুযায়ী কথাটা বলা চলে মনে করেই বলেছি।

আমি জিন্দা নামাজ তাকেই বলেছি, যে নামাজে সত্যিকার অর্থে প্রাণ আছে। অর্থাৎ যে নামাজ আল্লাহর দরাবারে কবুল হওয়ার যোগ্য নামাজ। অর্থাৎ নামাজের হক আদায় করে বুঝে সুঝে নামাজ পড়া হয় সেটাকেই বলা চলে জিন্দা নামাজ। আর এক শ্রেণীর লোক নামাজ পড়েন লোক দেখানো নামাজ। তারা নামাজের সময় নামাজীদের মধ্যে থাকলে ঠেকায় পড়ে নামাজ পড়েন কিন্তু যখন কোন নামাজীদের ভিতর থাকেন না তখন আর নামাজ শব্দটা মুখ দিয়েও উচ্চারণ করে না। আর কিছু লোক আছে তারা নামাজকে দারুন কঠিন কাজ মনে করে। তাদের যদি বলেন যে, ১০ মাইল দূর থেকে আমাকে অমুক জিনিষটা এনে দাও তা তারা পারবে; কিন্তু ৫০ হাত পথ হেঁটে গিয়ে মসজিদ থেকে নামাজটা পড়ে আসা তাদের কাছে অত্যন্ত কঠিন মনে হবে। এদের নামাজ অর্থাৎ এরা যদি ঠেকায় পড়ে নামাজ পড়েও তবে তা আল্লাহ্‌র নিকট কবুল হওয়ার কথা নয়।

নামাজী লোককে এমন হতে হবে যে, সে মনের টানে নামাজ আদায় করবে–তা সে সুস্থ হোক বা অসুস্থ হোক কিংবা রাস্তায়, হাটে, বাজারে, কোন

www.pathagar.com

যানবাহনে, যেখানেই নামাজের ওয়াক্ত হবে সেখানেই সে নামাজ পড়বে। যদি ওজুর পানি না পায় তবে তায়াম্মুম করে নামাজ পড়বে। তার জ্ঞান থাকা পার্যন্ত সে নামাজ পড়বেই তার থেকে কেউ তাকে বিরত রাখতে পারবে না। সেই হচ্ছে প্রকৃত নামাজী।

নামাজে কেন তাশাহুদ?

রাসূল (সঃ) বলেছেন- اَلصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ

"নামাজ হচ্ছে মুমেনদের জন্য মে'রাজ স্বরূপ।" এর অর্থ হযরত রাসূলে মকবুল (সঃ) যখন মে'রাজে যান তখন আল্লাহর সাথে প্রথম যে কথাবার্তাগুলো হয়েছিল সেটাই হচ্ছে তাশাহুদ। আর তাশাহুদ মে'রাজের যাবতীয় ঘটনাবলীর এবং যাবতীয় শিক্ষার একটা হেড লাইন স্বরূপ। অর্থাৎ আত্তাহিয়াতু পড়ার সময় যখন মে'রাজের শিক্ষাগুলো মানস পটে জেগে উঠবে, তখন মনে হবে যেন আমি আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র সঙ্গে কথা বলছি, যেমন বলেছিলেন হুজুরে পাক (সঃ)। অর্থাৎ প্রতি নামাজের তাশাহুদ পড়ার সময় মুমেনদের মে'রাজ হয়ে যাবে যদি তার নামাজটা সত্যিকার অর্থে নামাজ হয় এবং যদি নামাজটা বুঝে-সুঝে অর্থ জেনে আদায় করা হয়। না বুঝে নামাজ আদায় করলেও নামাজ আদায় হয় তবে ঐ নামাজে নামাজের মূল শিক্ষাটা লাভ হয় না। কাজেই ঐ নামাজকে মোরদা নামাজই বলতে হয়। এই সঙ্গে এটাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নিকট কিছু চাইতে হলে সবর এবং নামাজের সাথেই তা চাইতে হবে। আর্থাৎ যারা ধৈর্য্যশীল এবং নামাজী তারাই আল্লাহর কাছে কোন বিষয় দোয়া করলে তা কবুল হওয়ার যোগ্য হবে।

www.pathagar.com

নামাজ সম্পর্কে আল-কুরআনের আয়াতসমূহ

আল-কুরআনে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ যেসব আয়াত নাযিল করেছেন তা নিম্নে দেয়া হলো-

(১) اِقَامُ الصَّلَاةِ আল কুরআনে ২ বার আসছে, যথা-সূরা বাকারা ১৭৭ ও সূরা তওবার ১৮ নং আয়াত।

(২) اَقَامُوا الصَّلَاةَ আসছে ১০ বার। যথা-সূরা বাকারার ২১৮, সূরা মায়েদার ৬৬, সূরা আরাফের ১৭০, সূরা তওবার ৫,১১, সূরা রা'দের ২২, সূরা হজ্বের ১১, সূরা ফাতেরের ১৮, ২৯ ও সূরা শুরার ৩৮ নং আয়াত।

(৩) فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ সূরা নিসার ১০২ নং আয়াত।

(৪) اَقِمْتُمُوا الصَّلَاةَ সূরা মায়েদার ১২ নং আয়াত।

(৫) يُقِيْمُوا الصَّلَاةَ সূরা ইব্রাহিমের ৩১, ৩৭ এবং সূরা বাইয়্যেনার ৫ নং আয়াত।

(৬) يُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ সূরা বাকারার ৩, সূরা মায়েদার ৫৫, সূরা আনফালের ৩, সূরা তওবার ৭১, সূরা নমলের ৩, ও সূরা লোকমানের ৪ নং আয়াত।

(৭) اَقِمِ الصَّلَاةَ সূরা হুদ, ১৪৪, সূরা ইসরার ৭৮, সূরা ত্বাহার ১৪, সূরা আনকাবুতের ৪৫ ও সূরা লোকমানের ১৭ নং আয়াত।

(৮) اَقِمْنَ الصَّلَاةَ সূরা আহযাব ৩৩ নং আয়াত।

(৯) اَقِيْمُوا الصَّلَاةَ সূরা বাকারা ৪৩, ৮৩, ১১০, সূরা নিসা-৭৭, ১০৩, সূরা আনআম ৭২, সূরা ইউনুছ ৮৭, সুরা হাজ্জ ৭৮, সূরা নূর ৫৬, সূরা রুম ৩১, সূরা মুজাদিলা ১৩৩, সূরা মুজ্জাম্মেল ২০।

www.pathagar.com

কায়েম শব্দের সঙ্গে নামাজের হুকুম এসেছে প্রত্যক্ষভাবে মোট ৪১টি আয়াতে, যা উপরে বর্ণনা করা হলো। এছাড়াও আরো ৪৪টি আয়াতে পরোক্ষভাবে নামাজের কথা রয়েছে। আর একমাত্র জিহাদ ছাড়া কোন ইবাদত সম্পর্কে এতগুলি আয়াত নাযিল হয়নি। এর দ্বারা নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা বুঝতে পারি যে, এ ব্যাপারে কত কড়া তাকিদ রয়েছে।

আল্লাহ اَقِيْمُوْا শব্দ দ্বারা আরো ৪টি আয়াত নাযিল করেছেন। اَقِيْمُوْا বলে যাই বলেছেন তাই কায়েম করা আমাদের জন্য ফরজ হয়ে গেছে। সে ৪টি আয়াত হচ্ছে যথাক্রমে–সূরা আরাফ–২৯ আয়াতে আল্লাহ্ বলছেনঃ وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

তোমাদের প্রতিটি ইবাদতে নিজের মূল লক্ষ্য ঠিক রাখবে। বা মূল লক্ষ্যকে ইবাদতের মধ্যে কায়েম রাখবে।

সূরা আশশুরার ১৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেনঃ

اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ

তোমরা সমাজে আল্লাহর দেয়া ব্যবস্থা বা দ্বীনকে কায়েম কর এবং এ ব্যাপারে তোমরা ছিন্নভিন্ন হয়ে যেওনা। সূরা আর রাহমানের ৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেনঃ

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ

সুবিচারের সাথে যথাযথভাবে ওজন কায়েম কর এবং পাল্লায় কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করোনা এবং সূরা তালাকের ২নং আয়াতে আল্লাহ বলছেনঃ

وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ

আর সাক্ষ্য ঠিকভাবে আল্লাহ্র জন্যে কায়েম কর"

অর্থাৎঃ যখনই কোন ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে তখন সত্য সাক্ষ্য দেবে, যেন আল্লাহ্ যে সত্য সাক্ষ্য দিতে বলেছেন তা (সত্য সাক্ষ্য) সমাজে কায়েম হয়ে যায়। অর্থাৎ সত্য সাক্ষ্য দেয়ার যেন একটা রেওয়াজ চালু হয়ে যায়।

www.pathagar.com

আল্লাহ اَقِيْمُوْا দিয়ে উপরের আয়াতগুলোতে যা নির্দেশ করেছেন তা কায়েম করাও নামাজ কায়েম করার ন্যায় ফরজ। একটি হাদীসে বলা হয়েছে–মুমেন এবং কাফেরের মধ্যে পার্থক্য হলো নামাজ পড়া এবং না পড়া। অর্থাৎ যারাই নামাজ আদায় করে তারা মুমেন হিসাবে গণ্য হতে পারবে আর যারাই স্ব-ইচ্ছায় নামাজ বাদ দিয়ে চলে তারা কাফেরের মধ্যে গণ্য হবে। তবে যারা নিজেদেরকে মুসলমান হিসাবে পরিচয় দিয়ে থাকেন তাদেরকে কাফের বলা ঠিক হবে না। কারণ, তারা আজ নামাজ না পড়লেও কাল হয়ত পড়বে–

নামাজের গুরুত্ব

সূরা ত্বাহার ১৪নং আয়াতে আল্লাহ্ বলছেনঃ

اِنَّنِىْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ

"নিশ্চয় আমিই আল্লাহ্, আমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। সুতরাং আমারই বন্দেগী কর এবং আমার কথা সব সময় মনে রাখার জন্য নামাজ কায়েম কর।"

এ আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, যেহেতু আমরা মুসলমানগণ নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্কেই একমাত্র ইলাহ্ হিসাবে বিশ্বাস করি, তাই একমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে হবে এবং যেন সদা সর্বদাই আল্লাহর নির্দেশের কথা স্মরণ থাকে সেই জন্য আল্লাহ্ নামাজ কায়েম করার প্রতি এত কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। এবং বার বার এ নির্দেশ দিয়েছেন। নামাজের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যে কাজগুলো তার মধ্যে এমন কিছু কাজ রয়েছে যে, নামাজী ব্যক্তি দুনিয়ার যে কোন কাজ শুরু করুক না কেন, তাকে নামাজের অর্থপূর্ণ কথাবার্তাগুলো স্মরণ করিয়ে দেবে যে, নামাজে আল্লাহর কাছে কি কথা বলে আসছি। আর নামাজের সেই স্বীকারোক্তি মুতাবিক কোন কাজ কিভাবে আদায় করতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক কাজ করার সময় নামাজের মধ্যকার ওয়াদা অর্থাৎ নামাজের কথা ও কাজের মাধ্যমে যা শিখে আসছি এবং আল্লাহ্র কাছে নামাজের মধ্যে যা ওয়াদা করছি সেই শিক্ষা এবং ওয়াদা

www.pathagar.com

মুতাবিক এখন আমাকে কি করতে হবে। এইজন্যই আল্লাহ বলেছেন আমার স্মরণের উদ্দেশ্যে নামাজ কায়েম কর। এখন প্রশ্ন, নামাজ তাহলে আমাদের কি শিক্ষা দেয়–তা একটু গভীরভাবে খতিয়ে দেখতে হবে যেন নামাজের মূল উদ্দেশ্য সফল হয়। অর্থাৎ যেন নামাজের মাধ্যমে সত্যই আল্লাহ্‌কে জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্মরণ করতে পারি। এখন দেখা দরকার নামাজ আমাদের কি শিখায়।

নামাজ কি শিখায়?

(১) নামাজের ১ম শর্ত অপবিত্র থেকে পবিত্র হওয়া। এর মধ্যে শিক্ষা রয়েছে–যেহেতু আল্লাহ নিজে পাক, তাই তিনি পাক পবিত্রতাই পছন্দ করেন। পাক পবিত্রতা ছাড়া যেমন নামাজই হয় না, নামাজে যেমন পাক পবিত্রতার প্রয়োজন–তেমনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দেহ ও মনের পবিত্রতা প্রয়োজন।

(২) ফরজ নামাজ জামাতে পড়তে হয়। জামায়াত যত বড়ই হোক না কেন একই ইমামের পিছনে নামাজ পড়তে হয়। এর থেকে শিক্ষা পাই, দলবদ্ধ হয়ে চলা ছাড়া ইসলামে টিকে থাকা যায় না। আল্লাহ বলেছেন وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا– "তোমরা দলবদ্ধ হয়ে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে বা আল্লাহ্‌র কুরআনকে আঁকড়ে ধর"। এর দ্বারা শিক্ষা পাচ্ছি যে, ইসলাম এমন একটা ধর্ম যা দলবদ্ধভাবে পালন করা ছাড়া একা একা পালন করা যায়না এবং একই নেতৃত্ব মেনে নিয়েই দলবদ্ধভাবে জীবন-যাপন করাই হচ্ছে নামাজের প্রধান শিক্ষা।

(৩) ইমামের ভুলে লোকমা দেয়া। এর থেকে শিক্ষা হচ্ছে যে, যদিও নেতারই নেতৃত্ব মানতে হবে কিন্তু তিনি যখনই আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধানে ভুল করবেন তখন তাকে সংশোধনের জন্যে লোকমা দিতে হবে। এই লোকমার ভাষা হচ্ছে–اَللّٰهُ اَكْبَرُ বা سُبْحٰنَ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ্ সব চাইতে বড় বা একমাত্র আল্লাহ্‌ই ভুলের উর্ধ্বে। এখানে বলা হয় না যে, ইমাম সাহেব আপনি ভুল করেছেন, বরং ইমাম সাহেবকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় যে যেহেতু আল্লাহ্‌ই ভুলের উর্ধ্বে তাই আল্লাহ্ ছাড়া প্রত্যেকেরই ভুল হতে

www.pathagar.com

পারে। অতঃএব আপনার ভুল হওয়া স্বাভাবিক। কাজেই ইমাম সাহেব নিজেই মনে করে দেখুন কোথায় আপনার ভুল হয়েছে।

এর পর ৩ বার লোকমা দেয়ার পরও যদি ইমাম সাহেব তার ভুলকে সংশোধন না করেন তবে নিয়ত ছেড়ে দিয়ে সেই ইমামকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে অন্য ইমাম দিয়ে নামাজ আদায় করতে হবে। এর থেকে শিক্ষা হচ্ছে এই যে, সমাজের যিনি নেতা বা রাষ্ট্রের যিনি কর্তা তিনি যদি ইসলামী বিধান মেনে চলতে ভুল করেন তবে সচেতন নাগরিকদের কর্তব্য হলো রাষ্ট্র প্রধানকে লোকমা দেয়া অর্থাৎ তাঁর ভুল ধরিয়ে দেয়া। যেমন খেলাফত আমলে একজন সাধারণ নাগরিকও খলিফাগণ যে কোন ভুল পথে অগ্রসর হতে গেলেই তা ধরিয়ে দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে, যখন হজরত ওমর (রাঃ) তাঁর ছেলের জামার কাপড় কেনার জন্যে রাজ কোষের অর্থ রক্ষকের (কোষাধ্যক্ষের) নিকট থেকে কিছু ধার চাইলেন, তখন কোষাধ্যক্ষ জানিয়ে দিলেন–এ অর্থ আল্লাহ্‌র সম্পদ এবং জনগণের আমানত। কাজেই জনগণের আমানত আপনাকে ধার দেয়ার অধিকার কে রাখে। তখন হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর ভুল বুঝতে পেরে রাজকোষ থেকে অর্থ ধার নিলেন না। হজরত ওমর (রাঃ) তিনিও মানুষ আর মানুষমাত্রই ভুলের উর্ধ্বে নয়। এইজন্যেই লোকমা দেয়ার ভাষা হচ্ছে– سُبْحٰنَ اللّٰهِ বা اَللّٰهُ اَكْبَرُ

(৪) জামাতে লাইন সোজা করে দাঁড়াতে হয়। এর মধ্যেও শিক্ষা রয়েছে একাধিক। নামাজের কাতারে বাদশাহ-ফকির, মুনিব-চাকর, সবাই গায়ে গায়ে মিশে দাঁড়াতে হয়। এর মধ্যে শিক্ষা রয়েছে আমরা মানুষ হিসাবে সবাই সমান। নামাজের কাতারে যেমন চাকর-মুনিব সম লাইনে থাকে তেমন বাস্তব জীবনে একজন গোলাম তার মুনিবের কাছ থেকে তেমনই ব্যবহার পাবে–যেমন ব্যবহার পেয়েছিল একজন চাকর হজরত ওমর (রাঃ) এর নিকট থেকে। অর্থাৎ গোলাম বা চাকর উটের পিঠের উপর আর উটের লাগাম ধরে হজরত ওমর (রাঃ) পথ চলেন। নামাজই আমাদের এসব শিক্ষা দেয়। আমরা যেমন নামাজের সময় প্রত্যেকে কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করি; তেমন ইসলাম বিরোধী শক্তির সঙ্গে যখন লড়ব বা মোকাবিলা করব তখন নামাজের শিক্ষা অনুযায়ী লড়তে হবে কাঁধে কাঁধ

www.pathagar.com

মিলিয়ে দলবদ্ধ হয়ে, একই নেতার নির্দেশ মেনে। একে অপরের সঙ্গে মিশে যাব এমনভাবে যে, যেন সীশা ঢালা প্রাচীর। এই কথাকেই আল্লাহ্ বলছেন নিম্নের ভাষায়–

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই সব লোকদের ভালবাসেন যারা সীশা ঢালা প্রাচীরের মত সংঘবদ্ধ হয়ে তাঁর (আল্লাহ্র) পথে লড়াই করে।" এখানে যে صَفًّا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এই সফ্ শব্দই নামাজের সফ্ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

(৫) নামাজের মধ্যে সূরা ফাতেহা পড়ি, এর মধ্যে রয়েছে ৭টি আয়াত। এ ৭টি আয়াতের মধ্যে রয়েছে ৭টি বিশেষ শিক্ষা। এ শিক্ষা থেকে যেন আমরা কখনও সরে না পড়ি সে জন্যে নামাজের প্রত্যেক রাকাতেই সূরা ফাতেহা পড়তে হয়। এ ৭টি শিক্ষা সংক্ষেপে হচ্ছে ঃ

(ক) আল্লাহ্ যেহেতু সমস্ত সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা তাই যা কিছু আমাদের দরকার তাই তিনি দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এইজন্যে সমস্ত প্রশংসার মালিক একমাত্র তিনিই। তবে তাঁর (আল্লাহ্র) দেয়ার ধরণ হলো, তিনি মানুষের সব অভাবই পূরণ করেন, তবে কোন কিছুর মাধ্যমে। যেমন মায়ের মাধ্যমে লালন-পালন এবং দুধ খাওয়ানো কাজ করেন, তার পর বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যের মাধ্যমে খাদ্য দেন, সূর্যের মাধ্যমে কিরণ দেন। এভাবে যাই দরকার তাই তিনি আমাদের পাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এই জন্যেই তিনি "রব্বিল আলামীন"

(খ) তিনি অত্যন্ত দাতা-দয়ালু বলেই কাফের মুশরিকরাও আল্লাহ্র দয়া থেকে দুনিয়ায় বঞ্চিত হচ্ছে না যদিও পরকালে শাস্তি পাবে।

(গ) তিনি দাতা–দয়ালু এ কথাও যেমন ঠিক, তেমন কেয়ামতে পুংখানুপুংখ বিচার হবে এবং তার প্রতিফল ভোগ করতে হবে এটাও তেমন ঠিক।

www.pathagar.com

(ঘ) কাজেই আমাদের উচিৎ আমরা দলবদ্ধ হয়ে একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করব এবং যেহেতু তাঁরই দাসত্ব করি তাই যা চাইব তা তাঁরই নিকট চাইব।

এখানে লক্ষণীয় যে ঃ اَسْتَعِيْنُ একবচনে না বলে বহুবচনে বলা হয়েছে نَسْتَعِيْنُ এর মধ্যে শিক্ষা রয়েছে ইসলাম ধর্ম–যা একা একা মানা যায়না, তা মানতে হয় দলবদ্ধ হয়েই। কিন্তু কিভাবে তার পথে চলব–

(ঙ) তা যেহেতু জানিনা তাই বলতে হয় আল্লাহ্ আমাকে সেই সঠিক পথে চলার পথে দেখাও।

(চ) আর সেই পথে চলতে চাই–যে পথে চলার কারণে কিছু লোক তোমার নেয়ামত পেয়েছেন অর্থাৎ নবী রাসূলগণ, তাঁদের পথেই চলতে চাই।

(ছ) যে পথটা গজবের পথও নয় এবং গোমরাহির পথও নয়–ঐ পথেই আল্লাহ্ আমাকে চালাও।

আমরা নামাজে সূরা ফাতেহার মাধ্যমে কিছু কাজ করার না করার জন্য আল্লাহ্র নিকট ওয়াদা করি। বার বার এই সব কথা উচ্চারণ করে আল্লাহ্র নিকট মুনাজাত করলে (পুরা নামাজটা একটা মুনাজাত) মানুষের মন আপনা হতেই–(যা নামাজে পেতে চায়) সেই পথে চলতে প্রস্তুত হয়।

(৬) নামাজের ৫ নং শিক্ষা হচ্ছে রুকু সিজদায় আল্লাহ্কে আমরা রব বলে স্বীকৃতি দেই। আসলে এই স্বীকৃতির মাধ্যমে আল্লাহর কাছে মাথানত করে একেবারে সিজদায় গিয়ে আল্লাহকে বলি যে, হে আল্লাহ্ তুমিই আমার মহান রব বা আইনদাতা এবং হুকুমদাতা–প্রতিপালক। তোমার হুকুমের বিপরীত কোন হুকুম মানব না এবং একমাত্র তোমারই হুকুম মানব। কারণ, তুমিই আমাদের একমাত্র রব।

(৭) নামাজের ৬নং শিক্ষা। যখন তাশাহহুদ পড়ি তখন (মে'রাজের প্রথম কথাগুলিই হচ্ছে তাশাহহুদ বা (আত্তাহিয়াতু) মে'রাজের পুরা শিক্ষাটাই মনের মধ্যে ভেসে উঠে। ফলে মে'রাজের শিক্ষা থেকে যেন কখনও সরে না পড়ি সেই অনুভূতি সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

(৮) নামাজে রবের স্বীকৃতির পুনরাবৃত্তি

প্রত্যেক মুসলমানদের জানা আছে যে, আল্লাহ সমস্ত রূহকে সৃষ্টি করে প্রত্যেককে এক সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলেন اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ তার জওয়াবে সব রূহই বলেছিল قَالُوْا بَلٰى অর্থাৎ বলেছিল হাঁ-(আপনিই আমাদের রব)। এই রবের স্বীকৃতি দিয়েই আমরা দুনিয়ায় এসেছি। কাজেই স্বীকৃতির কথা যেন কখনো আমাদের মন থেকে ভুল না হয়ে যায় সেই জন্যে প্রত্যহ ৫ ওয়াক্ত নামাজের শুধু ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাত নামাজের (ফজরে ২+২=৪, জোহরে ৪+৪+২=১০, আসরে ৪, মাগরিবে ৩+২=৫, এবং এশার ৪+২+৩=৯, সর্বমোট ৩২ রাকাতের মধ্যে প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহায় একবার করে, (অর্থাৎ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ এবং রুকু ও সিজদায় ৩, ৩ বার তসবীহর মাধ্যমে প্রতি রাকাতে রাকাতে বহু বার এই রবের স্বীকৃতি দিতে হয়। আর যারা রুকু থেকে মাথা তুলে রাব্বানা লাকাল হামদ পড়েন তাদের তো রবের স্বীকৃতি প্রত্যহ আরো বেড়ে যায় এবং নফল নামাজেও আমরা আরো বহুবার রবের স্বীকৃতি দিচ্ছি। কিন্তু বাস্তবে কি করছি? জন্মের পূর্বে এবং প্রত্যহ নামাজে বার বার রবের স্বীকৃতি দিচ্ছি কিন্তু এ স্বীকৃতি মুতাবেক কি দুনিয়ার জীবনে সত্যই আল্লাহকে রব বলে মেনে চলছি? আল্লাহ বলেছেঃ

وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ وَاِنْ وَّجَدْنَا اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ

"আর তাদের অধিকাংশকেই আমি প্রতিজ্ঞা পালনকারী হিসাবে পাইনি বরং তাদের অধিকাংশকে পেয়েছি হুকুম অমান্যকারী হিসাবে"। সূরা আরাফ ১০২ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন এখানে عَهْد বা প্রতিজ্ঞা অর্থ হচ্ছে (عَهْدُ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট আমরা "রব" এর যে স্বীকৃতি দিয়ে আসছিলাম সেই স্বীকৃতির মাধ্যমে যে, প্রতিজ্ঞা করে আসছিলাম এবং তার যে পুনরোক্তি করি প্রত্যহ নামাজের মাধ্যমে, তার কোন প্রতিজ্ঞারই বাস্তবায়নকারী হিসেবে আল্লাহ আমাদের পাচ্ছেন না বরং পাচ্ছেন হুকুম অমান্যকারী হিসেবে।

www.pathagar.com

এখানে নামাজের মধ্যে রবের যে স্বিকৃতি দিতে হয় তার শিক্ষা হচ্ছে اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ প্রতিজ্ঞা যেন আমাদের সর্বক্ষণই মনে থাকে এবং আমরা যেন সেই মুতাবিক কাজ করি।

আল্লাহকে রব বলে স্বীকার করার অর্থই হলো আল্লাহকেই একমাত্র লালন-পালন কর্তা, সংরক্ষণ কর্তা সর্বদিক থেকে হেফাজতকারী, যা প্রয়োজন তা প্রদানকারী এবং আইনদাতা ও হুকুম কর্তা হিসেবে মেনে নেয়া। এখানে মনে মনে হিসেব করে দেখা দরকার যে, আমাদের সমাজে কি আল্লাহর হুকুম মেনে চলার কোন পরিবেশ আছে? এবং যদি তা না থাকে তবে সেই ধরণের পরিবেশ সৃষ্টির কোন ব্যবস্থা কি করেছি ? এবং আমাদের নামাজ কি আমাদের মধ্যে সেই অনুভূতি সৃষ্টি করতে পেরেছে? রাসূল (সঃ) এর নামাজ এবং সাহাবীদের নামাজ এমন চেতনা সৃষ্টি করেছিলো, যে তাঁরা সমাজে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে জান-জীবন দিয়ে লড়াই করে সমাজে আল্লাহ্‌র আইন কায়েম করেছিলেন, যেন নামাজের মধ্যে যা অঙ্গীকার করি তা বাস্তবেও মেনে চলা যায়। আর আমরা তোতা পাখীর বুলির মত নামাজ পড়েই আসছি কিন্তু এর থেকে মনের মধ্যে সেই অনুভূতি সৃষ্টি হচ্ছেনা। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র বিধান মেনে চলার জন্যে প্রত্যহই নামাজের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট অঙ্গীকার করি কিন্তু বাস্তবে তার কিছু বুঝিও না, করিও না। এই জন্যেই আমাদের এই সব নামাজকে আমি মোরদা নামাজ বলে থাকি। একজন মৃত মানুষ যেমন কিছুই করতে পারেনা তেমন আমাদের নামাজ কিছুই করে দিতে পারছে না। কিন্তু আমরা যদি সারাজীবনই এইরূপ মোরদা নামাজ আদায় করি তাতে চলবে কি?

(৯) নামাজের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা সম্পর্কে আল্লাহ্‌ নিজেই বলেছেন–

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا

"নিশ্চয়ই নামাজ মোমেনদের উপর নিয়মানুবর্তিতার সাথে ফরজ করা হয়েছে।"

www.pathagar.com

একমাত্র মুসলমানদেরকেই নামাজ নামক ইবাদতের মাধ্যমে নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দেয়া হয়েছে পৃথিবীর আর কোন জাতিকে এই নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা দেয়া হয়নি। তবুও দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, আজ আমাদের মত ১০ কোটি মুসলমাননের দেশের অবস্থা হলো এই যে, আমরা যেন নিয়মানুবার্তিতার কোন ধার ধারিনা। এই কারণে আমাদের দেশে একটা কথা চালু আছে যে–স্যার '৯টার গাড়ী কয়টায় ছাড়বে। আমাদের দেশে বড় বড় রাজনৈতিক দলের মিটিং–যেখানে সময় দেয়া হয়েছে–৪টা থেকে মিটিং শুরু হবে, সেখানে গিয়ে দেখবেন ৪টার সময় পর্যন্ত হয়ত প্যান্ডেলই তৈরী হয়নি (দুই একটি দল এর ব্যতিক্রম)। এছাড়া অফিসে, কলে-কারখানায় সর্বত্রই একটা অনিয়ম। অথচ অমুসলিরা তাদের দেশে ইসলামেরই শিক্ষা তাদের সমাজে কায়েম করে তারা আমাদের চাইতে কত উন্নত। আজ তাদের কাছে আমরা লাঞ্ছিত। আপনি জার্মান গিয়ে যখন শুনলেন কোন স্থানে বেলা ৪ টায় মিটিং শুরু হবে। সেখানে গিয়ে দেখবেন ৪টার ২ মিনিট পূর্বেও কোন শ্রোতা নেই। কিন্তু ২ মিনিট পরেই মাঠ ভর্তি, মিটিং যথারীতি শুরু হয়ে গেছে। আপনি জাপান গিয়ে দেখুন তারা কাজ ছাড়া আর কিছু বোঝে না, কাজই তাদের ধর্ম। তাদের কলে-কারখানায় কোথাও কোন অনিয়ম এবং আজকের কাজ কালকের জন্যে ফেলে রাখে না। এই শিক্ষাটা ছিল আমাদের যে, আমরা এক ওয়াক্তের নামাজ অন্য ওয়াক্তের জন্যে ফেলে রাখতে পারি না। এটাই আমাদের নামাজ শিক্ষা দেয়। আমাদের দেশে আপনি যেখানে যাবেন সেখানেই দেখবেন নিয়মানুবর্তিতা বলে কিছুই নেই। মানুষ কাজ ফেলে গল্প করছে তো করছেই। কখন তার শেষ হবে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। অর্থাৎ কোন সীমা নির্ধারিত নেই। কেউ বক্তৃতা করছেন তো করছেনই। ঘড়ির দিকে কোন খেয়াল নেই। কাউকে সময় দেয়া হল ২০ মিনিট ওয়াজ করতে, তিনি ১০ মিনিট কাটিয়ে দিলেন কিছু সুর দিয়ে দরূদ পড়ে নেয়ার জন্যে। পরে ২০ মিনিটের স্থলে ১ ঘন্টা কেটে গেলেও তার খেয়াল থাকেনা যে আমাকে সময় দেয়া হয়েছে ২০ মিনিট। এভাবে যাদের কাছ থেকেই মানুষ নিয়মানুবর্তিতা শিখবে তাদের কাছ থেকেই শিখে অনিয়মানুবর্তিতা।

www.pathagar.com

এছাড়া সরকারী হোক আর বেরকারী হোক যেখানেই যাবেন (সামরিক বিভাগ ছাড়া) সর্বত্রই সময়ের কোন মূল্য দেয়া হয় না। অথচ সময়ের এতই মূল্য যে, মাত্র এক সেকেণ্ডের জন্যে একটা লোকের জীবন চলে যেতে পারে। আবার মাত্র ১টা সেকেণ্ডের জন্যে একটা জীবন এমনকি একটা যানবাহন তার সমস্ত আরোহী সহ বেঁচে যেতে পারে। অথচ নামাজ থেকে যদি আমরা সময়ানুবির্ততার শিক্ষা গ্রহণ করতাম তাহলে আজ আমাদের দেশ কত দিক থেকে কত যে উন্নত হতে পারত তা বলে শেষ করা যায় না। দেশের আভ্যান্তরীণ এমন অনেক অনিয়মের কথা আমাদের জানা আছে, যা জানতে দোষ নেই কিন্তু বলতে দোষ।

নামাজে যেমন এমন কিছুই করি না যা নামাজের নিয়মের বাইরে, ঠিক তেমনই নামাজের বাইরেও বাস্তব জীবনে এমন কিছুই করা যাবে না–যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূরের হুকমের বাইরে। এই শিক্ষা মেনে নিয়ে যে উন্নতি হতে পারত তা নামাজের শিক্ষা গ্রহণ না করার কারণেই হচ্ছে না।

এটা হচ্ছে নামাজের সংক্ষিপ্ত শিক্ষা। এ ছাড়াও নামাজের মধ্যে বহু শিক্ষা রয়েছে যা উল্লেখিত সূত্র ধরে চিন্তা করলে প্রতিটি সচেতন মানুষেরই মাথায় তা ধরা পড়বে। এখানে নামাজ থেকে শিক্ষা গ্রহণের একটা সূত্র মাত্র বলা হলো যা ধরে আরো বহু শিক্ষা পাঠক-পাঠিকাগণ নিজেরাই বের করে নিতে পারবেন।

নামাজের নিয়তের মধ্যে গলত

আমাদের দেশে আরবীতে নিয়ত করার যে নিয়ম চালু আছে তা কোন হাদীস থেকে নেয়া নয়। এবং কোন আরব দেশে এইভাবে নিয়ত করার নিয়ম নাই। আমরা অফিসে বা বাজারে বা দোকানে যাওয়ার সময় যেমন অফিসের বা বাজারের বা দোকানে যাওয়ার নিয়ত করেই বের হই কিন্তু ঘর থেকে বেরুনোর সময় যেমন আমরা মুখে উচ্চারণ করিনা যে, "আমি নিয়ত করিতেছি যে, আমি অফিসে যাইব এবং তথায় গিয়া আমার ডিউটি যথারীতি পালন করিব, আল্লাহ আকবর"। এ কথা বলে যেমন ঘর থেকে বের হই না অথচ পথে বেরুলে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে 'কোন্ দিকে যাওয়ার নিয়ত করে বেরিয়েছেন'–তা হলে আমরা বলি ভাই আমি একটু বাজারে বা

www.pathagar.com

দোকানে বা ডাক্তার খানায় বা অফিসে বা অমুক জায়গায় যাওয়ার নিয়ত করে বেরিয়েছি। এটা যেমন মনেরই নিয়ত মনেই থাকে তেমনই নামাজের নিয়তও ঐরূপ কোন্ নামাজ কিভাবে পড়ব তার নিয়ত মনে থাকলেই নিয়ত করা হয়ে যায়। মুখে উচ্চারণ করার কোন দরকার হয় না। মনের নিয়তই ফরজ। এই নিয়তকে একটা অমাতৃভাষার অর্থাৎ আরবী ভাষার কিছু মন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়ার কারণে অনেকেই বলেন আমি নামাজ পড়ব ঠিকই তবে এখনও নামাজের নিয়তগুলো মুখস্থ করতে পারিনি। তার অর্থ একটা লোক নামাজ পড়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার পরও তাকে নিয়ত মুখস্থ করার জন্যে প্রায় ১ সপ্তাহ দেরী করতে হয়। আর যে ব্যক্তি পূর্বেই বেনামাজী ছিল সে ব্যক্তি নামাজ পড়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার পরও নিয়ত মুখস্থ করতে যে সময় লেগে যায় তার মধ্যে, অথবা আর সে ব্যক্তি যদি এমন মনে করে যে, নিয়ত হচ্ছে ফরজ সেই নিয়তই যখন মুখস্থ হয়নি তখন নিয়ত ছাড়া নামাজই তো হবে না, কাজেই অযথা নামাজ পড়ে কোন লাভ হবে না–এই মনে করে যে নামাজে আসতে পারলনা সে যদি নিয়ত মুখস্থ হওয়ার পূর্বেই মারা যায় তাহলে একটা লোক নামাজ পড়ার সিদ্ধান্ত করার পরও একমাত্র আরবী নিয়ত মুখস্থ না হওয়ার কারণে বেনামাজী অবস্থায় মারা গেলো। এর দায়-দায়িত্ব পড়বে তাঁর ঘাড়ে যিনি শিখিয়েছেন যে, আরবীতে নিয়ত মুখস্থ করা লাগবেই।

প্রকৃত ব্যপার হলো যিনি নামাজ পড়ার সিদ্ধান্ত নিবেন তাকে কিছু না জানা অবস্থাতেই নামাজী লোকের উচিৎ তাকে বলে দেয়া যে, নামাজী লোকের পাশে দাঁড়িয়ে রুকু সিজদা করুন; যেটাই না জানেন সেখানে শুধু সোবহানাল্লাহ পড়তে থাকুন, ক্রমান্বয়ে খুব গরজের সাথে নামাজের সব কিছু শিখে নিন। তাকে এমন ভয় দেখানো উচিৎ না যে, আরবী নিয়ত মুখস্থ না করলে নামাজই হবেনা। কিন্তু নিয়ত বাদে আর সবই আরবী ভাষাতেই পড়তে হবে। তবে তা মুখস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত যে যা জানে তাই পড়বে অথবা একজন নামাজী লোকের পাশে দাঁড়িয়ে তার দেখা দেখি রুকু সিজদা করবে। এভাবে অভ্যাস সৃষ্টি করবে। পরে মনের ঝোঁকেই সব কিছু ক্রমান্বয়ে শিখে নিবে।

www.pathagar.com

নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য

সূরা আলাক্বের ১৯নং আয়াতে আল্লাহ বলেন- وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

এবং সিজদা কর এবং তাঁর নিকটে হয়ে যাও। এর থেকে প্রমাণ হলো, মানুষ যখন নামাজে গিয়ে সিজদায় পড়ে যায় তখন সে আল্লাহর রহমতের সব চাইতে নিকটবর্তী হয়ে যায়। এ কারণেই রাসূল (সঃ) একাকী নামাজ পড়তে গিয়ে কখনো দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত সিজদায় পড়ে থাকতেন।

নামাজ পড়ার সময় মনে করতে হবে আমি আল্লাহর সামনে এসে দাঁড়িয়েছি এবং আল্লাহ্‌কে আমি দেখছি, (মনের চোখ দিয়ে দেখছি)। আর আমি দেখছি যদি মনে করতে কেউ না পারে তবে সে যেন কমপক্ষে এতটুকু মনে করে যে, আল্লাহ্ অবশ্যই আমাকে দেখছেন।

১৭ রাকাত নামাজ ফরজ হওয়ার প্রচলিত ইতিহাস

ইসলামের ৫টি স্তম্ভের মধ্যে নামাজ একটি। ঈমানের পরই নামাজের স্থান। ইসলামের যত প্রকার ইবাদত আছে, নামাজ তার মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রিয়নবী (সঃ) বলেছেন, "ইবাদতের মধ্যে নামাজ সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি আরও বলেন, "আমার উম্মতের প্রতি সর্ব প্রথম ফরজ হয়েছে নামাজ। আর কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম নামাজের হিসেব নেওয়া হবে।" কোরআন শরীফে আছে, "আমার স্মরণার্থে তোমরা নামাজ পড়।" এভাবে কোরআন শরীফে প্রকাশ্যে ৮৫ বার এবং অপ্রকাশ্যে বহুবার নামাজ পড়ার জন্য আদেশ রয়েছে। নামাজ ছাড়া অন্য কোন ইবাদতে এত তাগিদ দেওয়া হয় নাই। এক লাখ বা দুই লাখ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর এসেছিলেন; আর তাদের প্রত্যেকের উপর নামাজ ফরজ ছিল। মহানবী (সঃ) মে'রাজের রাত্রে আল্লাহর দরবারে পদার্পণ করলে ৫০ ওয়াক্তের স্থলে ৫ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হয়। এর পর নবী (সঃ) ছাহাবাদের নিয়ে প্রথমে জোহরের নামাজ, তারপর আছর, মাগরিব, এশা ও ফজরের নামাজ পড়েছিলেন।

ফজরের নামাজ সর্ব প্রথম হজরত আদম (আঃ) পড়েছিলেন। তিনি যখন বেহেশত হতে পৃথিবীতে আসলেন তখন রাত্রির অন্ধকার দেখে কাঁদতে

www.pathagar.com

লাগলেন। অনেক কান্নাকাটির পর যখন সকাল হয়ে গেল তখন তিনি রাত্রির অন্ধকার থেকে রক্ষা পেয়ে দুই রাকাত নামাজ পড়ে শুকরিয়া আদায় করলেন। যারা এই ফজরের নামাজ পড়বে তারা কবর ও হাশরের অন্ধকার হতে নিষ্কৃতি পাবে।

জোহরের নামাজ সর্বপ্রথম হজরত ইবরাহিম (আঃ) পড়েছিলেন। তিনি যখন তাঁর প্রিয় পুত্র ইসমাইল (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র আদেশে কুরবাণী দেওয়ার জন্য মাটিতে শায়িত করলেন, তখন তিনি চারটি চিন্তার সম্মুখীন হলেন।

(১) অল্পবয়স্ক প্রিয় পুত্র ইসমাইলের কুরবাণী কেন আল্লাহ চেয়েছেন।

(২) ইসমাইলকে কুরবাণী দিলে বিবি হাজেরাকে কি জবাব দিবেন।

(৩) ইসমাইলকে ছেড়ে বিবি হাজেরা নির্জনে একাই বা কিভাবে থাকবেন।

(৪) আর আল্লাহর এই আদেশকে কিভাবে সম্পন্ন করবেন যাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে কুরবাণী কবুল করেন।

যখন হজরত ইবরাহিম (আঃ) এর নিকট এ চারটি সমস্যা দেখা দিল তখনই আল্লাহ্‌ বেহেশত থেকে একটি দুম্বা পাঠিয়ে দিয়ে উক্ত চার প্রকার বিপদ থেকে মুক্তি। অতঃপর ইবরাহিম (আঃ) আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা স্বরূপ চার রাকাত নফল নামাজ পড়লেন। আল্লাহ্‌ তায়ালা এই নামাজকে পছন্দ করে জোহরের নামাজ আমাদের উপর ফরজ করেছেন যেন হজরত ইবরাহিম (আঃ) এর সাথে আমাদের হাশর হয়।

আছরের নামাজ সর্ব প্রথম হজরত ইউনুস (আঃ) পড়েছিলেন। কাফেরেরা যখন তাঁকে জাহাজ থেকে সমুদ্র ফেলে দিয়েছিল তখন একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলেছিল। এই অবস্থায় তিনি চার প্রকার বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন।

(১) সমুদ্রের পানির অন্ধকার।

(২) মাছের পেটের অন্ধকার।

(৩) উক্ত মাছকে অন্য একটি বড় মাছ গিলে ফেললে তার অন্ধকার।

(৪) রাতের অন্ধকার।

www.pathagar.com

হযরত ইউনুস (আঃ) সমুদ্রের মধ্যে অন্ধকারে ভয় পেয়ে মাছের পেটের ভিতরে থেকেই "লা ইলাহা ইল্লা আনতা ছুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ জোয়ালিমীন" এ তসবীহ পড়তে থাকেন। ফলে মাছ তাকে হজম করতে না পেরে তীরে উগলে দিল। এ সময় ছিল আছরের সময়। হজরত ইউনুস (আঃ) উক্ত চার প্রকার অন্ধকার হতে মুক্তি পেয়ে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করার জন্য চার রাকাত নামাজ পড়েন। আল্লাহ্ পাক এই নামাজকে আছরের নামাজরূপে ফরজ করে দেন, যেন আমরা হজরত ইউনুস (আঃ) এর ঘটনাকে মনে রাখি এবং এই নামাজ প্রথম আদায়কারীর ন্যায় সব রকম অন্ধকার ও বিপদ থেকে নিরাপদে থাকি।

মাগরিবের নামাজ সর্ব প্রথম হজরত ইয়াকুব (আঃ) পড়েছিলেন। তিনি হজরত ইউসুফ (আঃ) এর জন্য কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে যান। ৪০ বৎসর পর দূত হজরত ইউসুফ (আঃ) এর জামা নিয়ে হজরত ইয়াকুব (আঃ) এর চোখের উপর রাখেন ঐ জামার বরকতে যখন আল্লাহ তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন, তখন তিনি তিন প্রকার নিয়ামত ফিরে পেলেন।

(১) দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া।

(২) ইউসুফকে জীবিত পাওয়া।

(৩) ইউসুফকে ইসলামের উপর কায়েম পাওয়া।

এই তিন প্রকার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার জন্য তিনি মাগরিবের তিন রাকাত নামাজ পড়েছিলেন, যা আল্লাহ আমাদের উপর ফরজ করেছেন। যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাজ নিয়মিত পড়বে এবং যে দোয়া করবে আল্লাহ তা কবুল করবেন এবং তার সমস্ত উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। যেমন হজরত ইয়াকুব (আঃ) এর হয়েছিল।

এশার নামাজ সর্বপ্রথম হজরত মূসা (আঃ) পড়েছিলেন। যখন হজরত মূসা (আঃ) বনি ইসরাইলদেরকে সাথে নিয়ে মিশর হতে রওয়ানা হয়ে নীল নদের নিকট হাজির হলেন, তখন তিনি চারটি চিন্তার সম্মুখীন হলেনঃ–

(১) কিভাবে তিনি নিজে নীল নদী পার হবেন।

(২) বনি ইসরাইলকে কিভাবে নদী পার করাবেন।

www.pathagar.com

(৩) ফিরাউনের হাত থেকে কিভাবে মুক্তি পাবেন।

(৪) ফিরাউন ও তার সৈন্যদলকে কিভাবে ধ্বংস করবেন।

(এর পরবর্তী ইতিহাস তো প্রত্যেকেরই জানা আছে। তাই সংক্ষেপ করা হলো) যখন আল্লাহ্ তায়ালা হজরত মূসা (আঃ) ও বনি ইসরাইলকে নদী পার করে ও ফিরাউনকে ধ্বংস করে এ চার প্রকার বিপদ হতে মুক্তি দিলেন, তখন তিনি আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করার জন্য চার রাকাত নামাজ পড়েছিলেন–যা আমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে। যে কেউ এই এশার ৪ রাকাত নামাজ নিয়মিত পড়বে, আল্লাহ্ তাকে মৃত্যু কবর, কেয়ামত ও দোজখের এই চারটি জায়গার আজাব হতে রক্ষা করবেন।

কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, শুধু এশার নামাজ আদায় করলেই যখন সব বিপদ থেকে বাঁচা যাবে তখন অন্যান্য ইসলামী কাজ না করলেও তো চলতে পারে। এরূপ ধারণা করা ঠিক নয়। উপরের যে ইতিহাস আপনারা পড়লেন এটা ১৭ রাকাত নামাজ ফরজ হওয়ার একটা প্রচলিত ইতিহাস মাত্র।

প্রকৃতপক্ষে দ্বীন ইসলাম হচ্ছে একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। কাজেই এর সব কিছুই পালন করা লাগবে।

ধরুণ একটা সাইকেলের ভাল্ব টিউবের উপকারিতা বা ফজিলত বয়ান করতে গিয়ে বলা হলো যে, ভাল্ব টিউব ছাড়া সাইকেল একেবারেই অচল। তার অর্থ কিন্তু এ নয় যে, ৫০ পয়সা দিয়ে একটা ভাল্ব টিউব কিনে নিলেই সাইকেল কেনা হয়ে গেল।

প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আমরা আল্লাহ্র গোলাম আর আল্লাহ্ আমাদের মুনিব। মুনিব যা হুকুম করবেন বিনা বাক্য ব্যয়ে তা আমাদের আদায় করতে হবে। তবে কোন কারণে মুনিব কোন হুকুম করলেন তা জানার প্রয়োজন আসেনা। দাসের কাজ বিনা বাক্য ব্যয়ে মুনিবের হুকুম মেনে চলা। এর পর যদি জানতে পারি যে, মুনিব কোন্ কারণে কোন হুকুম করলেন তবে তা ভাল। কিন্তু তা জানা জরুরী নয়, জরুরী হচ্ছে মুনিবের হুকুম পালন করা। এবং ঐ হুকুমের মধ্যে কি শিক্ষনীয় বিষয় আছে তা জানা এবং তা বাস্তব জীবনে মেনে চলা। মানুষ একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে যে, পার্থিব জীবনে যা কিছুই আমরা করিনা কেন তার প্রত্যেকটির

www.pathagar.com

ব্যাপারে নামাজের মধ্যে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা রয়েছে। সৈন্যদের যেমন বিউগাল বাজালে যে যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন বিউগালের আওয়াজ কানে যাওয়া মাত্রই সেখানে হাজির হতে হয়। এখানে কি ও কেন প্রশ্ন করার কোন অধিকার নেই। ঠিক তেমনই যখন আজান হয় তখন আল্লাহ্ যিনি মিলিটারী প্রধানদের চাইতে হাজার হাজার গুণ বা সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী তাঁর ডাক এসে যায়। এই ডাক আসলেই বিনা বাক্য ব্যয়ে ডাকে সাড়া দিতে হবে। এবং কি ও কেন তা প্রশ্ন করার কোন অবকাশ থাকে না। তবে বিউগাল বাজালে যে হাজির হতে হয় তার মধ্যে যেমন শিক্ষা আছে ঠিক তেমনটি নামাজের ডাক দিলেই যে হাজির হতে হয়, এর মধ্যেও একটা শিক্ষা আছে যা পূর্বেই বলা হয়েছে। এ উদাহরণটাও একবার দেয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত এখানে পুনঃ উল্লেখ করা হল।

নামাজের ফজিলত

প্রকৃত কথা হচ্ছে এই যে, নামাজ আল্লাহ্র হুকুম, কাজেই বিনা বাক্য ব্যয়ে নামাজ আদায় করতে হবে। তবুও নামাজে পার্থিব জীবনেও কিছু ফায়দা পাওয়া যায়–যার ১নং হল মনের প্রশান্তি। যারা নামাজের হক আদায় করে নামাজ পড়েন তাদের যে প্রশান্তি তা কক্ষনই কোন বেনামাজীর মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে না। যার প্রমাণ খোদ নামাজী মুসলমানগণই।

২। হাদীসে আসছে–নামাজী লোকের ছোটখাট গোনাহ বা ছগিরা গোনাহর জন্য পৃথকভাবে তওবা করা লাগেনা। নামাজী লোকের ছগিরা বা ছোট গোনাহ আল্লাহ্ এমনিতেই মাফ করে দেন।

৩। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত আছে, যার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, কারো বাড়ীর পাশে যদি নদী থাকে আর সে ব্যক্তি যদি প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে তবে তার গায়ে যেমন ময়লা থাকতে পারেনা তেমনি ৫ ওয়াক্ত নিয়মিত নামাজ আদায় করলে কারো গোনাহ থাকতে পারে না।

৪। এক প্রশ্নের উত্তরে রাসূল (সঃ) বলেছিলেন–সমস্ত কাজের মধ্যে নামাজই উত্তম। অবশ্য সেই সঙ্গে আরো কিছু কথা উল্লেখ করেছেন। নামাজের পরই বলেছেন, পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা এবং জিহাদ করা।

www.pathagar.com

৫। এক হাদীসে হজরত যাবের (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌র বান্দা ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামাজ তরক করা। অর্থাৎ যারা নামাজ তরক করে তারা নামাজ তরকের পথ ধরেই কুফরীর মধ্যে পৌঁছে যায়।

৬। আহমাদ, তিরমিজী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ-এ উল্লেখ আছে, হজরত বুরাইদাহ (রাঃ) বলেন, যে নামাজ ত্যাগ করে সে (প্রকাশ্যে) কাফের হয়ে যাবে।

৭। এই ধরণের বহু হাদীস আছে। যেমন–এক ব্যক্তি রাসূল (সঃ)-এর নিকট বলেছে যে, হুজুর আমি অমুক গোনাহ করেছি, আমাকে শাস্তি দিন। তার প্রায় জওয়াবেই রাসূল (সঃ) বলেছেন, ৫ ওয়াক্ত ঠিকমত নামাজ আদায় কর। এর থেকে বুঝা যায় নামাজে বহু ছোটখাট গোনাহ এমনকি চুরি, ডাকাতি, জেনা মধ্য পান ও লোক হত্যা এবং কুফরী ও শেরেকী ছাড়া অন্যান্য সব গোনাই মাফ হয়ে যায় শুধু ৫ ওয়াক্ত ঠিক মত ওজু করে পাক পবিত্র হয়ে যথাযথভাবে নামাজ আদায় করলে।

৮। অন্য এক হাদীসে আছে, হজরত আবুজর গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন, (মর্মার্থ বলছি) শীতকালে কোন কোন গাছের পাতা যেমন ঝরে পড়ে যায়, ঠিক তেমনই নামাজী লোকের গোনাহ ঝড়ে পড়ে যায়।

৯। পক্ষান্তরে যারা নামাজ আদায় করেনা অর্থাৎ বেনামাজী মুসলমান তারা একেতো মর্যাদার দিক থেকে শুকরের চাইতে নিম্নে এবং তাদের পরিণতিও হবে জাহান্নামের আগুন।

১০। যেদিন সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌ ফেরেস্তাদেরকে হুকুম করলেন হযরত আদম (আঃ) কে সিজদা করতে, সেদিন আল্লাহ্‌ হযরত আদম (আঃ)-কে একটা নকশা দেখালেন যে, এই দেখ, আমি সিজদার হুকুম করলাম। এতে একদল ফেরেস্তা অর্থাৎ সব ফেরেস্তাই সিজদা করল। কিন্তু একজন সিজদা করল না। ঠিক তদ্রূপ তোমার আওলাদকে আমি সিজদার হুকুম করব। এই হুকম পেয়ে কেউ সিজদা করবে আর কেউ সিজদা করবেনা। যারা সিজদা করবে তারা হবে ফেরেস্তা স্বভাবের, আর যারা সিজদা করবেনা তারা হবে ঐ

www.pathagar.com

মাথা খাড়া রাখার (ইবলিসের) দলভুক্ত। কাজেই আমাদের সর্বদাই হুশিয়ার থাকতে হবে আমরা যেন সিজদাকারী ফেরেস্তাদের দলভুক্ত থাকতে পারি আমরা যেন মাথা খাড়া রাখার দলভুক্ত না হই।

আমাদের ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব প্রত্যেককেই এই শিক্ষাটা দেয়া উচিত যে, আমরা যেন কেউই মাথা খাড়া রাখার দলভুক্ত না হই। তাহলে পরকালে ঐ মাথা খাড়া রাখার সঙ্গেই দোজখে প্রবেশ করতে হবে।

অবশ্য নামাজের আরো ফজিলতের কথা বলা হয় যে, নামাজী লোক কোনদিন ক্ষুধায় কষ্ট পাবে না, অভাবি হবে না, রোগ শোকে ভুগবে না ইত্যাদি অনেক কিছুই বলা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে এই যে, আল্লাহর নবীগণের উপর দিয়েও কত বড় বড় কষ্ট গিয়েছে কিন্তু তাঁরাতো বেনামাজী ছিলেন না? আসলে নামাজী এবং হকপন্থীদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র বরকত পাওয়া যাবে। এ কথা আল-কুরআনেও আছে। বরকত অর্থ অল্প থেকে বহু ফায়দা পাওয়া। তাই ঈমানদার প্রত্যেকেই এ ফায়দা পাবে।

নামাজ রবের স্বীকৃতি

আমরা দুনিয়ায় আসার আগে আল্লাহ্‌র নিকট স্বীকার করে আসছি। (اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى) এর মাধ্যমে যে, আল্লাহ্‌ই আমাদের রব এবং অন্য কেউই আমাদের রব নয়। এ স্বীকৃতির কথা আল-কুরআনে সূরা আরাফের ১৭২নং আয়াতে আল্লাহ্‌ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। এরপরও প্রতি নামাজে সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম ও সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা-এর মাধ্যমে প্রতিদিন কমপক্ষে ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাত নামাজে ২৮৮ বার আল্লাহকে রব বলে স্বীকার করি। এর কারণ কি? এর কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌ই যে আমাদের রব এ কথা যেন আমরা ভুলে না যাই। রুকুতে যখন বলি সোবহানা রাব্বিয়াল আজিম তখন যা বলি তার বাংলা হচ্ছে-পবিত্র আমার মহান প্রভু বা রাজা বাদশাহ। সিজদায় যখন বলি সোবহানা রাব্বিয়াল আ'লা, তখন যা বলি তার বাংলা হচ্ছে-পবিত্র আমার মহামান্য প্রভু বা আমার মহামান্য রাজা বাদাশাহ। এখন প্রশ্ন, দুনিয়ায় আসার পূর্বে যাকে রব বলে

www.pathagar.com

স্বীকার করে দুনিয়ায় এসেছি এবং প্রত্যহ যাকে কমপক্ষে ২৮৮ বার রব বলে স্বীকার করি। তাকে বাস্তব জীবনে কি পরিমাণ মেনে চলছি? আল্লাহ্‌কে রব বলে স্বীকার করার অর্থ হলো জীবনের কোন ক্ষেত্রেই আল্লাহ ছাড়া আর কারো হুকুম মানব না। সেখানে মসজিদ থেকে বেরিয়ে এসেই ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে এবং জ্ঞানার্জনে, শিক্ষায়, বিজ্ঞান চর্চা ও তার ব্যবহারে–ইত্যাদি জীবনের সর্বক্ষেত্রে কার হুকুম মেনে চলছি? এর অর্থ কি এই নয় যে, প্রতিদিন কমপক্ষে ২৮৮ বার আল্লাহ্‌র সঙ্গে মুনাফেকী করছি? অর্থাৎ যা ওয়াদা করে মসজিদ থেকে বের হই, বেরুবার পর থেকে শুরু করে পুনরায় মসজিদে প্রবেশ করার পূর্ব পর্যন্ত বাস্তবে আল্লাহ্‌কে প্রকৃত রব বা আইনদাতা ও হুকুমদাতা না মেনে মানছি অন্য কাউকে। এই মুনাফেকী ওয়াদা সহ্য করতে না পেরেই আল্লাহ্‌র নবী হিজরত করে মদিনায় গিয়ে ছোট্ট একটু এলাকার মধ্যে ইসলামী হুকুমত কায়েম করে, সেখানে এমন রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু করেছিলেন যেখানে বাস করে আল্লাহকে রব বলে স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে তা মানার মত একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থাও যেন কায়েম হয়। আর প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌কে বাস্তব জীবনে রব বলে মানার জন্যেই আল্লাহ্‌র রাসূল একটানা ২৩ বছর বিরামহীন সংগ্রাম করে এমন একটা খেলাফত কায়েম করেছিলেন যেখানে বাস্তব জীবনে আল্লাহ্‌কে রব বলে মেনে চলার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। আমরাও যদি সেই ধরণের পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাই তাহলে আমাদেরও কর্তব্য হবে এমন একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করা, যেন সেই রাষ্ট্রের সর্বত্রই আল্লাহ্‌রই আইন ও আল্লাহ্‌রই হুকুম জারী থাকে যেন নামাজে যা স্বীকার করি বাস্তব জীবনেও সেই স্বীকাররোক্তি মুতাবিক জীবনের প্রতিটি বিভাগে কাজ করতে পারি এবং যেন মসজিদ থেকে যা স্বীকার করে আমি সমজিদ্ থেকে বের হয় যেন তার খেলাফ কাজ করে মুনাফিক এবং আল্লাহর কাছে প্রতারক হিসাবে চিহ্নিত না হই। এই কারণেইতো রাসূলকে (সঃ) দাঁত ভাঙ্গতে হয়েছিল, হিজরত করতে হয়েছিল আর হয়েছিল বহুবার পবিত্র দেহ মুবারক থেকে রক্ত ঝরাতে। সাধে কি তাঁর রক্ত দিতে হয়েছে? আর সাধে কি তাঁর শি'বে আবু তালিবে নির্বাসিত জীবন-যাপন করতে হয়েছিল।

www.pathagar.com

নামাজ আল্লাহর বড়ত্বের স্বীকৃতি

আজান আকামতসহ প্রতিদিন কমপক্ষে ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাত নামাজে মোট ২৩৬ বার 'আল্লাহু আকবার' বলে আল্লাহ্‌কে সব চাইতে বড় বলে স্বীকার করি এবং তা আজান আকামতে সাক্ষীও দেই। আল্লাহ্‌কে বড় বলে স্বীকার করার অর্থ কি? এর অর্থ কি এই যে, আল্লাহ্‌কে সবার চাইতে বয়সে বড় বা লম্বায় বড় বলে স্বীকার করা? নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহ্‌কে বড় বলে স্বীকার করার অর্থ হলো, এমন কোন দিক ও বিভাগ হতে পারে না যে, সেইখানে আল্লাহ্‌র চাইতে আর কারো শক্তি বড় হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে, আমরা একদিকে মুখে প্রত্যহ ২৩৬ বার আল্লাহকে বড় বলে স্বীকার করি আর বাস্তবে মনে করি ভারত একটা বড় শক্তিশালী দেশ; কাজেই তাদের সাথে যদি তালপট্টি নিয়ে বা তিন বিঘা জমি নিয়ে বা ফারাক্কা নিয়ে বা উজানে বাঁধ নিয়ে কোন গণ্ডগোল করি কিংবা রাশিয়ার সাথে যদি বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যায় কিংবা আমেরিকার যদি বদ নজরে পড়ে যাই তাহলে বৃহৎ শক্তির দাপটে আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। কিন্তু বাস্তবে যখন সারা আরব ছিল একদিকে আর আল্লাহ্‌কে যারা 'আল্লাহু আকবার' বলে অন্তর থেকে স্বীকার করে নিয়েছিল তাদের কাছে কি আল্লাহ্‌র শক্তি কারো চাইতে কম প্রমাণিত হয়েছে? হয়েছে কি হযরত মূসা (আঃ) এর ব্যাপারে? হয়েছে কি হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর ব্যাপারে? হয়েছে কি যে কোন নবীর ব্যাপারে? প্রকৃতপক্ষে আমরা প্রত্যহ ২৩৬ বার মুখে আল্লাহকে সবচাইতে বড় বলে স্বীকার করে, আল্লাহর নিকট ২৩৬ বার প্রমাণ করি যে, আল্লাহ্ তোমার নামাজ পড়তে এসে তোমার সঙ্গে প্রতারণাই করি। এর হাত থেকে বাঁচতে হলে হুজুর (সঃ)-এর ন্যায় নামাজীদের একদলবদ্ধ হয়ে এমন সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে যেন আমরা প্রমাণ করতে পারি যে, যারাই আমরা আল্লাহ্‌কে সব চাইতে বড় বলে মনেপ্রাণে স্বীকার করি তারা না কোন বাঘ ভাল্লুককে ভয় করি আর না কোন বৃহৎ রাজশক্তিকে ভয় করি, আর না কোন আণবিক শক্তিকে আল্লাহ্‌র চাইতে বড় মনে করি। এক আল্লাহু আকবারের শক্তি এত বেশী যে, সমস্ত প্রকার আণবিক শক্তি বা যে কোন ধরণের বড় শক্তি আল্লাহ্‌র শক্তির কাছে ধুলিস্যাৎ হয়ে যেতে বাধ্য। শুধু দরকার আল্লাহ্‌র উপর মনের আস্থা ও ভরসা।

www.pathagar.com

আমরা দোয়া কুনুতে বলি নাতাওয়াক্কালু আলায়কা

এর অর্থ আল্লাহ্ আমরা একমাত্র তোমারই উপর ভরসা করি। মুখে তো এটাই বলি কিন্তু বাস্তবে মনে মনে কি বলি? প্রকৃত ব্যাপার কি এই নয় যে, মুখে বলি নাতাওয়াক্কালু আলাইকা আর অন্তরে কখনো বলি নাতাওয়াক্কালু আলাল ভারত, নাতাওয়াক্কালু আলাল রাশিয়া, নাতাওয়াক্কালু আলাল আমেরিকা ইত্যাদি। ঠিক তেমনই আমরা কখনো মুখে বলি ভয় কি আল্লাহ্ আছে আর মনে মনে বলি ভয় কি ক্ষেতভরা ফসল আছে। মুখে বলি ভয় কি আল্লাহ্ আছে, আর মনে মনে বলি ভয় কি ব্যাংকে টাকা আছে। মুখে বলি ভয় কি আল্লাহ্ আছে আর অন্তরে বলি বাড়ীর কাছে হাসপাতাল আছে। কিন্তু এর কোনটাই যখন মনের মধ্যে থাকে না, তখন আল্লাহ্ আছে, কথাটা মুখ দিয়ে বেরুতে চায় না। এটাই হলো আমাদের বাস্তবে আল্লাহ্র উপর ভরসা। হ্যাঁ তবে এ কথা ঠিক যে, কাজ কাম না করেই আল্লাহ্র উপর ভরসা করতে হবে তা আল্লাহ্ বলেন নাই। আল্লাহ আমাদের কাজ করতে বলেছেন, আর তার ফলাফলের ব্যাপারে আল্লাহ্র উপর ভরসা করতে বলেছেন। চাষ আমাকে করতে হবে কিন্তু ফসল আল্লাহ্ কি দিবেন না দিবেন এ ব্যাপারে আল্লাহ্র উপর ভরসা করতে হবে এটাই ইসলামের বিধান।

আল্লাহ্র উপর ভরসা করে কাফের মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে যদি তরবারি না পাওয়া যায় তবে রাসূলের ন্যায় খেজুরের ডালের তরবারি বা হাতের পাশে যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে বদরের যুদ্ধের ন্যায় যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লে ভাঙ্গা একখানা লাঠিই একটা এ্যাটম বোমের মত কাজ করতে পারবে। কিন্তু ভরসাটা আল্লাহ্র উপর হতে হবে একেবারেই নির্ভেজাল–যেমন নির্ভেজাল ভরসা ছিল হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-সহ প্রত্যেক নবী রাসূলগণের। ফলে দুনিয়া বার বার দেখে নিয়েছে যে, আল্লাহু আকবার কথাটার সারমর্ম কত বাস্তব এবং তার ক্ষমতা কত বড়। আমরা বাস্তবে পারব কি তেমনিভাবে আল্লাহ্কে রব বলে স্বীকার করতো পারব কি তেমনভাবে আল্লাহু আকবার বলতে? আর পারব কি সত্যিকারভাবে একমাত্র আল্লাহ্রই উপর ভরসা করতে? যা প্রত্যহ ৫ বার নামাজ আমাদের শিক্ষা দেয়? বা নামাজে আমরা যা স্বীকার করি?

www.pathagar.com

উপসংহার

সর্বশেষ একটা উদাহরণের মাধ্যমে আমার কথা শেষ করছি। নামাজ একদিকে যেমন আল্লাহ্‌র কড়া হুকুম; অপরদিকে তেমন নামাজের মধ্যে রয়েছে দুনিয়ার বাস্তব জীবনে কিভাবে চলতে হবে তার পুরা শিক্ষা।

এই শিক্ষাকে একটা উদাহরণের সঙ্গে বুঝা খুবই সহজ। আমি পূর্বেই বলেছি নামাজে যে সময়ানুবর্তিতা শিখায় তা আছে একমাত্র মিলিটারীদের মধ্যে। প্রকৃতপক্ষে মুসলমান মাত্রই মিলিটারী। এই মিলিটারী শব্দটা ইংরেজী না বলে আল্লাহ বলেছেন সূরা মায়েদার ৫৬নং আয়াতে–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ

"আর যারা ঈমান এনেছে (তাদের জানা উচিত যে) কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সৈন্যরাই জয়ী হবে"।

এখানে পরোক্ষভাবে ঈমানদার লোকদেরকে আল্লাহ্‌র সৈন্য বলা হয়েছে। তাই সৈন্যদের সঙ্গেই উদাহরণ দিচ্ছি। আপনারা জানেন সৈন্যদেরকে যখন কোন জরুরীভাবে ডাকা হয় তখন বিউগাল বাজান হয়। বিউগালের আওয়াজ শোনা মাত্র সৈন্যরা যে যেখানে, যে অবস্থা থাকে তখন তাকে সেই অবস্থায়ই এসে লাইনে দাঁড়াতে হয়। এমনকি কেউ গামছা পরা অবস্থায় যদি থাকে তবে তাকে কাপড় পাল্টানোর পর্যন্ত সময় দেয়া হয় না। তাকে হাজির হতেই হয়। আর বিউগালের আওয়াজ শোনার পর যদি কেউ সঙ্গে সঙ্গে হাজির না হয় তাহলে তাকে যেমন কঠোর শাস্তি পেতে হয় এবং কোন ক্ষেত্রে চাকুরীটাও হারাতে হয়, ঠিক তদ্রূপ আল্লাহ্‌র সৈন্যদের ডাকার জন্যে আজানই হচ্ছে সেই বিউগাল। আজান শুনলেও আল্লাহ্‌র সৈন্যদের নামাজের জন্যে হাজির হতে হয়। এই ডাকে যারা হাজির হবে না তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। সেই সঙ্গে রাসূল (সঃ) এর ঘোষণা যে, যারা বিনা ওজরে সুস্থ অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ তরক করে সে অবশ্যই কুফরী করে।

www.pathagar.com

অর্থাৎ দুনিয়ার ভাষায় যে কমান্ডারের হুকুম বা নির্দেশ অমান্য করে তার যেমন শাস্তিও বড় ধরণের তেমন চাকুরীও থাকে না। ঠিক তদ্রূপ বেনামাজীর শাস্তিও যেমন বড় ধরণের তেমন কেয়ামতের মাঠে তাদের হাশর নামাজীদের সাথে হবেনা। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র সৈন্যদের দলভুক্ত হবেনা। ভিন্ন কথায় বেহেস্তীদের দলভুক্ত থাকতে পারবেনা।

এ কারণেই নামাজের জন্যে যত কড়া হুকুম–একমাত্র জিহাদ ছাড়া এত কড়া হুকুম আর কোন ইবাদতের জন্যেই দেয়া হয়নি। রোজার বেলায়ও অসুস্থ হলে রোজা পরে রাখলে চলে কিন্তু নামাজের বেলায় যতক্ষণ হুশ আছে ততক্ষণ নামাজ মাফ নেই।

একমাত্র মহিলাদের নাপাক থাকা অবস্থায় আল্লাহ নামাজ মাফ করেছেন। কারণ পাক পবিত্র হওয়া ছাড়া নামাজ পড়া যায় না। কিন্তু যখনই হায়েজ-নেফাস থেকে পাক হবে তখনই গোসল করে এসে সেই ওয়াক্তের নামাজ তাকে অবশ্যই আদায় করতে হবে।

রাসূল (সঃ) বলেছেন, যখন মসজিদে আজান হয় তখন যেসব মুসলমান নামাজের জন্যে সুস্থ অবস্থায় বিনা ওজরে মসজিদে জামাতে হাজির হয় না আমার মনে হয় তাকে ধরে এনে পুড়িয়ে মারার হুকুম দেই। কিন্তু এ হুকুম দেই না মাত্র দু'টি কারণে। যথা–

(১) কিছু মহিলা অল্প বয়সে বিধবা হয়ে যাবে।

(২) কিছু নাবালেগ ছেলে–মেয়ে অসহায় হয়ে পড়বে। আমার সামনে যদি এমন চিন্তা না থাকত তাহলে বেনামাজীদের পুড়িয়ে মারার হুকুম দিতাম। এর থেকে বুঝা উচিত নামাজের গুরুত্ব কত বেশী। আশা করি মুসলমানদের জন্যে নামাজের তাৎপর্য বা শিক্ষা সম্পর্কে এতটুকুই যথেষ্ট।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ বইটা নামাজ শিক্ষার কোন বই নয়। তাই নামাজের নিয়ম-কানুন এতে বর্ণনা করা হয়নি। কারণ, নামাজ শিক্ষা থেকে আমরাতো তা পূর্বেই শিখে নিয়েছি। এখানে শুধু বলা হয়েছে নামাজের শিক্ষা, গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে।

আল্লাহ্‌ আমাদের সকলকে নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝার এবং আমল করার তওফিক দিন। — আমিন!

www.pathagar.com

www.pathagar.com

খন্দকার আবুল খায়ের (র.) বইসমূহ

১. সূরা ফাতেহার মৌলিক শিক্ষা
২. আয়াতুল কুরসীর তাৎপর্য
৩. দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারা
৪. প্রথম মানুষই প্রথম বিজ্ঞানী
৫. কুরবাণীর শিক্ষা
৬. ঈমানের দাবী মু'মিনের পরিচয়
৭. কেসাস অসিয়ত রোজা
৮. অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা
৯. ইসলামী দণ্ডবিধি
১০. মি'রাজের তাৎপর্য
১১. পর্দার গুরুত্ব
১২. বান্দার হক
১৩. ইসলামী জীবন দর্শন
১৪. মহাশূণ্যে সবই ঘুরছে
১৫. নাজাতের সঠিক পথ
১৬. ইসলামের রাজদণ্ড
১৭. যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব
১৮. রাসুলুল্লাহ (স.) বিদায়ী ভাষণ
১৯. সূরা ইখলাসের হাকিকত
২০. প্রাকৃতিক দুর্যোগ
২১. মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব
২২-২৩. ইনফাক ও জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ্
২৪. নামাজের মৌলিক শিক্ষা
২৫. রোজার মৌলিক শিক্ষা
২৬. সুরা কাউসারের মৌলিক শিক্ষা
২৭. ভোট দেব কাকে এবং কেন?
২৮. ইসলামী আইনে কার কি লাভ ক্ষতি?
২৯. শহীদে কারবালা
৩০. সূরা ফালাক ও নাসের মৌলিক শিক্ষা
৩১. সূরা তাকাছুর ও আসরের মৌলিক শিক্ষা
৩২. নারী নেতৃত্বের চলতি ধারা
৩৩. শয়তান পরিচিতি
৩৪. নাগরিকত্ব হরণের পরিনতি
৩৫. দেশ রক্ষা বাহিনীর গুরুত্ব
৩৬. সূরা মূলকের মৌলিক শিক্ষা
৩৭. সূরা ক্বদরের মৌলিক শিক্ষা
৩৮. যুক্তির কষ্টিপাথরে পরকাল
৩৯. রব মালিক ইলাহ্ হিসেবে আল্লাহর পরিচয়
৪০. কোরআনই বিজ্ঞানের উৎস
৪১. আল্লাহর দৃষ্টিতে কে ঈমানদার কে মুশরিক
৪২. ইল্‌ম গোপনের পরিণতি
৪৩. সওয়াল জওয়াব (১-৯)
৪৪. বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে মুসলমান
৪৫. প্রশ্নোত্তরে কুরআন পরিচিতি
৪৬. অমুসলিমদের প্রতি মহাসত্যের ডাক
৪৭. সহীহ্ কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি
৪৮. প্রচলিত জাল হাদীস
৪৯. বাংলাদেশে ইসলাম মৌকিম না মুসাফির
৫০. যুক্তির কষ্টিপাথরে মিয়ারে হক
৫১. ইসলামই বাংলাদেশের মেন্ডেটরির জাতীয় আদর্শ
৫২. ইসলামের দৃষ্টিতে তসলিমা নাসরিন ও আহমেদ শরীফ

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১১ ৯৬৬২২৯
০১৯২৪৭৩৩৮১৫